ANDOLIKA

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

আন্দোলিকা

গার্গী ভট্টাচার্য

বিপ্র-দা ও স্বাতীদিকে (বিপ্রদাস ও স্বাতী ভট্টাচার্য)

শ্রদ্ধা সহ :

কোরাল রিফ্ (Reef) , ক্যাঙ্গারু পরবাস থেকে যোজনগন্ধা কবি

(এই বইটি আমি বিপ্রদার জন্য লিখেছি)

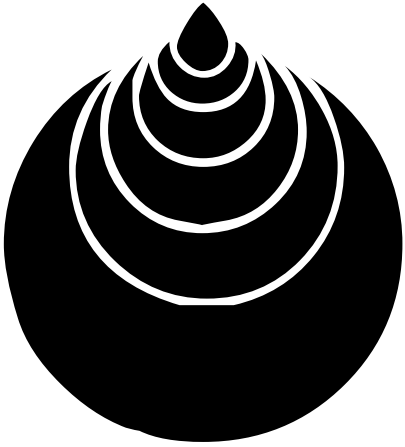

ছোবল

ভালোবাসার ছোবল লেগেছে !

খুঁজে ফিরি শুধু তাদের

যাদের সবাই ভাবে ভাঙা কূলো !

জ্বর মাপা ও রক্ততিলক আঁকা দুধ সাদা পরীরা ,

মানুষের সবচেয়ে ভঙ্গুর মুহূর্তে দুহাত ভরে

দেয় ফুল, শুধু ফুল । আর নিষ্পাপ কোমল পাপড়ি ।

মনের এমনই রং চটা কাজ কারবার ;

লালপাথরে লাগলে কিংশুক পলাশ রং---মন ভুলে যায়
ছিন্নপাতার বার্তা । মন বড় জটিল কুটিলও ।

কেবল ভালোবাসার ছোবল লাগলে দেহ মনে --

সেবিকা মেয়েরা হয়ে ওঠে এক একজন ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ,
অন্তবিহীন জীবনে ।

তখন ওদের গাঢ় স্পর্শ পেতে সাধ হয় ।

অনবরত -অবচেতনে ।

মাটির পুতুল

মা সাজে দুগ্গা ঠাকুর , ছেলে বীর হনুমান

আধাশহরের মেঠো পথে বয়ে চলে রামায়ণ গান !

আগে ওরা সড়কের ধারে , হাটেবাজারে করতো ফেরি

একতাল মাটির পুতুল । শিব,গণেশ , হনুমানজী ।

এখন মানুষকে ভিডিও ধরেছে ।

মোবাইলে ভিডিও, টিভিতে চলমান শো ---

তাই মাটি হয় জীবন্ত ! মা সাজে দুগ্গা আর ছেলে বীর হনুমান ;
প্রাণে পাষাণে ঠোকাঠুকি । রিয়েলিটি শোয়ের মতন বয়ে চলে
যুগযুগান্তের লোককথা ও পাঁচালি গান ।

ওরা জনম দু:খী ভিখারী , আজকাল এ টি এমে টাকা তোলে ।

পূর্বপুরুষ

বাঁদর আমাদের পূর্বপুরুষ বলে কিনা জানিনা

শিমূলতলা গ্রামের পথে পশু বাঁদর

একমনে রান্না করে এগরোল ইত্যাদি ।

এঁঠো কলাপাতার খাবার ফেলে আজকাল আমিষ খাওয়া ধরেছে
বাঁদর ছানাগুলো ।

শোনা যায় সূর্যস্নাত ঊষ্ণ পথে ,

ওরা পথিকের ক্ষুধা নিবারণে ব্রতী ।

বড় বড় গাছ ঝাঁকিয়ে, মাটিতে রসালো ফলের বন্যা- ওরা
তৃষ্ণার্ত পথিকের কৃপা লাভ করে ।

এককোণায় একটি মিষ্টির দোকান , খঞ্জ মালিক-

ক্রেতারা সুযোগসন্ধানী , মালিকের নেই পা

ওরাও দেয়না পাইসা ।

খঞ্জ মালিকের টাকা আদায়ের ভাড়

দোকানীরা বাঁদরকে দিয়েছে ।

আজকাল কড়ি দিয়ে না কিনে

পালাতে গেলেই খাচ্ছে এক একটি

পালোয়ানের চাটি , ক্রেতারা -

নির্ভেজাল বাঁদর প্রেরিত ।

মেমসাহেব

পথের ধারে গনগনে চুল্‌হায়

রন্ধন পটিয়সী মেমসাহেব স্বেতলানা ।

ভারতে এসেছিলো শান্তির সন্ধানে ।

এখানে সাধুসন্ত অনেক । কেউ কেউ সত্যিই বনে করে বাস ;
খায় মূল, শিকড় ও বুনো ওল ।

স্বচক্ষে দেখে এসেছে ইউ টিউবে ।

এখন জনসেবায় নিয়োজিত স্বেতলানা ।

মুখে রেশমের ওড়না চাপা দিয়ে উনুনের আগুনে ফুটিয়ে চলেছে
একনাগাড়ে জেসমিন রাইস ।

কর্মযোগী মেমসাহেব মোক্ষ লোভে--করে চলে নিষ্ঠা ভরে এই
কর্ম । শুধু লাভের অংশটা অন্য কারোর মধ্যে বিলায় না।

জাপানী ছেলে মোটো

মোটরের নেশা তার । জাপানী ছেলে মোটো,

মাইশোরের পথে ঘুরে ঘুরে

যোগাড় করছে কাঠকুটো ।

যান্ত্রিক মোটো হঠাৎ মানুষ হতে চায়

পাহাড়ি চিকেনে মুখ ডুবিয়ে ছাড়ে হুঙ্কার

সবাই সাইকেলে চড়ে ঘোরো, শরীরের জন্য ভালো--

অনেক সস্তাও , মোটরগাড়ির থেকে !

মোটোর কথা শুনলো সবাই । আজকাল এখানে লোক সাইকেল চড়ে । দূষণ গেছে কমে । মানুষের অসুখ ভূষণ গেছে খসে ।

মোটো তবুও জাপানে ফেরেনি !

সে এবার তৃতীয় বিশ্বের অন্য শহর ধরেছে ছিপের আগায় ।

সাইকেল প্রতিযোগিতা , সাইকেলের ওয়ার্ল্ড কাপ

আর সাইকেল আরোহীকে বীরের শিরোপা দান---

এইসব ছাইপাশ এখন মোটোর তালিকায় ।

সে বুঝেছে একটা সাইকেলের ক্ষমতা কত ----

তাই এবার ডেবিট ক্রেডিটে নেমেছে ।

ফায়ারপ্লেস

শহরের মধ্যখানে বিশাল এক ফায়ারপ্লেস !

শীতের রাত ; বহু মানুষের ভীড়

আগুনের তাপে স্নিগ্ধ হিয়া ।

আগুনও ছড়ায় শীতল বরফ !

ফায়ারপ্লেসের ডি এন এ পরীক্ষা করলে নাকি

দেখা যাবে , এখানে কত শত তুহিনের ঘোরাফেরা ।

লেলিহান শিখা আর স্বহা স্বহা ধ্বনি কাউকে রেয়াৎ করেনা ।
পুড়িয়ে ফেলে সব --খাই খাই ---

চাইলেই পাওয়া যায় বিভূতি এখন-সেই আনন্দ ছাই , প্রেম টুইট করে । মানবজাতি শিকল খুলে আত্মা শেঁকে নেয় -

ফায়ারপ্লেসটা তাই আজও আছে , মহীরুহের মতন

আধাশহরের ঠিক মধ্যখানে , রহস্য হয়ে ।

মৃতরা কফিনে শুয়ে দেহ উষ্ণ করে , জীবিতরা

আত্মায় তাপ দেয় । সর্বগ্রাসী চুল্হায় ।

গান

মহাশূন্যতা ঘরে থাকে এক গোবর কুড়ানি

সে সত্তর বছর বয়সে শিখছে গান ।

পাহাড় গান গায় , গায় পাখির দল , হরিণ , খরগোশ - গানের
স্কুল খুলেছে যে গোবর মানুষ !

আজকাল গোবর দিয়ে লেপে রাখেনা আর

উঠান । ঘরদোর । বারান্দা ।

গরু আর গোবর অনেকটা উগ্রপন্থার মতন , ভারতে ।

ঘরের পাশে একমুঠো জমি তাই চাষ করেছে গোলাপের ,
আতরের আর ফুলকলির ।

অবশ্যি ধর্ম ছিলো গোশালা ।

গোলাপ ফুটলো গোবরে এমন , সুবাসে মুগ্ধ

এলোপাথারি সব মানুষ , মাছ ও পাখি ।

স্খলিত গোবর কে গোবর গ্যাস প্লান্টে না পাঠিয়ে

মানবী তাকে করলো সংহার ।

গোলাপ অক্ষরে চলে তাই পরিত্যক্ত গো-মল সংলাপ । আচ্ছা একে কি তুমি রি-ইনকারনেশান বলবে ?

সেই মেয়ে

কেরালার সৈকতে মীন রন্ধন

নারিকেল আর মাছের সমাহার

এই ছিলো জীবিকা , রোশন মেয়েটার

নামটা ছেলেদের মতন বলেই হয়ত

সংসারের বোঝা মেয়েটির ঘাড়ে

ঝড় বৃষ্টি সুনামীকে তোয়াক্কা না করে

একমনে কড়াইতে হাতাখুন্তি নাড়ে ।

অবসরে কাঁকড়া ছাড়ায় ।

কাজল কালো আঁখি , ঘনকেশ ।।

দোকানের দেওয়ালে স্বহস্তে আঁকা গ্রাফিতি যত

মেয়েটির অরূপরতন । নেশা । প্যাশন ।

মীন কারি খেতে খেতে এক ক্রেতা ভীক্ষু

বলে : একটা মাছের ছবি আঁকো দেখি মেয়ে !

ছবিটা এলোমেলো । ওর মনের রঙে আঁকা ।

দৃষ্টিনন্দন হলেও হয়ত শৈল্পিক বিয়োজন ,

শিল্প পন্ডিতের গণনা মতন ।

ছবিটা বিক্রি হল এক কোটি টাকায়--হয়ত কিছু বেশি কম ।
সেই টাকা ইনভেস্ট করে মেয়েটি এখন মীনের হোটেল চালায় -
-ফাইভ স্টার হোটেল । শেয়ার কেনা বেচা করে ।

শুধু একটি মাছের ছবি বদলে দিলো জীবন

যেমন বীরযোদ্ধা অর্জুনের ক্ষেত্রে ছিলো সেই মাছের চোখ ।

কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করোনা---

ছবিটা মাছের ; এটা বোঝানা গেলেই বাড়ে দাম ।

বর্মি বুড়ি

বর্মি বুড়ির বিয়ে হয় এক সৈনিকের সাথে

পরে উদ্বাস্তু হয়ে আসা পরবাসে ।

বিদেশে বর্মি খানা খাই বুড়ির দয়ায় ।

মগের মুলুকে কেউ যায়না

যারা ছিলো তারা পালায় -যদিও বুড়ি বলে

বর্মা দেশটা রূপকথার রাজ্য ।

বুড়ি রান্না করে ওদের ডেলিকেসি যত

আর উদ্বাস্তু শিবিরে মেয়েদের সাহস যোগায় ।

আজকাল ফেসবুকের নেশা ধরেছে ।

রোজ সন্ধ্যায় কাজের শেষে

ফেসবুক খুলে জানায় সুখ দু:খ ।

অনেকদিন পর এক বান্ধবীর দেখা পেয়েছে । খুব বন্ধু ওরা দুজন । অলীক বন্ধুত্বের ধ্বজ্জা চির অমলিন ,

পরামর্শ , গালগল্প , সহযোগিতা চলে

ইথারের স্পেসে , বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মায়াপাতায় ।

আবার আসে অন্য সময় , অন্য ভুবনে ---

সবান্ধবে , আকরিক সেই বর্মি বুড়ি ;

ইলেকট্রিক ফিউশান ইত্যাদি স্তব্ধ হলেও ।

কারণ পাতা অদৃশ্য হলেও মায়াটা থেকেই যায় ।

চাবুক

চাবুক যদি মারতেই হয়

মিঠে কথার চাবুক মেরো ।

জেব্রা কিংবা বাঘ না করে

ওর গায়ে মিষ্টি মিষ্টি মধুবনী

অথবা তাঞ্জোর পেন্টিং আঁকা হোক্ !

কয়েক ঘা চাবুকের বদলে যদি

শান্তিতে ভালো কাজ হয় , তবে তাই হোক্ ।

করবীর থেকে ঘাসফুল মোহময় ---

কিছুক্ষণ এমনই ভাবুক নাহয় ফসিল বিশ্ব ।

বিদেশ ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণ করার আগে শুধু চোখ ছলছল

দেশটা আমাদের কেন এমন হয়না !

দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম দু:খের পোর্ট ফোলিও ,

ফিরলাম হাসি হাসি মুখ নিয়ে । ওখানে সবাই কত ভালো আছে ,এবার ডুব দেবো সেই সুখসাগরে ! ভিসা, পাসপোর্ট সবই হল---

তাহলে কি এবার দেশবাসীকেও সঙ্গে নেবো ?

ভুখা , নাঙ্গা যত মানুষ আমার সঙ্গে গেলে আমি

কি ভালো থাকবো ?

নো কমেন্টস্ ।

রাহু কেতু

সবার আছে রাহু কেতু

জ্যোতিষির বড় লাভ এক একটি রাহু-কেতু দশায় ।

আজকাল মড়াও ডলার উগড়ায় আর রাহু কেতু , তাদের মহাদশায় ।

রাহু কেতু আছে মনেই তোমার !

নিজের প্রতিফলন আর্শিতে দেখো আর লোকে বলে এসব শুধু রাহু -কেতুর কাজকারবার ।

আমি বলি কি জ্যোতিষির পেছনে না ঢেলে ডলার, মনকে দৃঢ় করো । জপ করো মন্ত্র ,

ঐশ্বরিক মঙ্গলদীপ ।

দেখবে তোমার জন্য রাহু-কেতুর নেই আর কোনো পিছুটান । ওদের দানব বলে বড়ই বদনাম ,

আসল দানবের বাস কিন্তু তোমার হৃদয় গৃহে ।

কেতু মোক্ষ দেয় আর রাহু হলেন স্বয়ং মা কালী

এসব ১০০ পার্সেন্ট পৌরাণিক গল্প --জানো তো ?

ভিজিটিং কার্ড

ভিজিটিং কার্ড নেই বলে

অলিভার সভ্য সমাজে তেমন পাত্তা পায়না ।

ওর সেবাযত্নের কোনো সীমা নেই ।

নিজ হাতে মুখোশ আর মাংস খুলে

নিরন্নের সেবা করে । তৃপ্তি নদীর কিনারায়

দুহাতে অলিভার বিলায় -সেবা ফুল । জাত ধর্ম কূলশীল না দেখে এইভাবে সেবা করা সত্যি এক মহাযজ্ঞ ।

তবুও একগুচ্ছ ভিজিটিং কার্ড নেই বলে

সভ্য সমাজে অলিভার নিষ্কর্মা , অযোগ্য ।

রেখা

রেখা সরল যেমন হয়, বক্রও হয় ।

অনেকগুলি সরু সরু রেখার মিলনে জন্ম নেয়

একটি সরল রেখা । তার ভেতরে আরো অণু রেখা , বক্র রেখা , আরো অণু রেখা ---

খালি হাতে সরল রেখা টানা সহজ নয় !

শিল্পীরা পারে । আর বিজ্ঞানীরা বলে , এই রেখাগুলি

কুচি কুচি করে কাটো , দেখবে অন্দরে আরো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেখা !

এইভাবে অনুসন্ধানের পরে রেখাচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ

রেখার জীবন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা ।

চশমা

চশমা পরে ফুলমালা বেচে

সুন্দরঘাটের কর্পূর ঠাকুর ।

পদবী ঠাকুর হলেও কাজ শ্রমিকের

লোহা লক্কর , হাতুড়ি ছেনি ।

আজকাল ফুলের ব্যবসা ধরেছে ।

মনটা নাকি থাকে ফুরফুরে ।

চশমা পরলেও চোখে ইচ্ছে করেই দেখে কম ।

কাজেই বোঝেও কম ,কেবল ফুলের দামটা বাদ দিলে । কম বোঝে বলেই আছে সুখে ,

জ্ঞানী বা বোদ্ধা হবার ও সমাজের অতিরিক্ত বোঝা বইবার দায় থেকে মুক্ত ফুল বিক্রেতা কর্পূর ঠাকুর

সুন্দরভাবে ডুবে গেছে হাটেবাজারে ।

জানে সময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক ;

তাই দিয়েছে সঁপে সমস্ত দায়ভার

বিবর্তনের হাতে ।

শিকার

কেউ করে শিশু শিকার , কেউবা মানুষ।

কেউ করে ডলার শিকার

কারো কাছে মুদ্রাস্ফীতি এক ফানুস !

কেউ কেউ যায় পশু শিকারে

কেউ ধরে আনে গ্রহান্তরের ই-টি

কেউ করে বছরে একবার খেলোয়াড় শিকার

কেউ বা বন্দুক নিয়ে ফিল্মি হিরো , হাম্টার পার্টি । কিন্তু
এতসব সত্ত্বেও কেউ শান্তি শিকারে যায়না ।

আশ্চর্য ! তাই না ?

দৌড়

পেন্ডুলাম অনেক আগেই গেছে থেমে ।

একটু পরে এসেছে হাতঘড়ি । আজকাল ডিজিটের বোতাম টিপে দেখা যায় সময়

এমনই দিনকাল , সময়ের গতিপ্রকৃতি ।

যেখানে সময় থমকে গেছে , সেইসব দেশে মানুষ খুশি বেশ । দৌড় ঝাঁপ নেই অশেষ ।

ইঁদুর দৌড়ে নেমে, ঘড়ি হাতে উত্তাল মানুষেরা

রানিং বাস বা মেট্রোতে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ।

সেই শান্তির ঘুম আর সহজে ভাঙে না ।

অফিস এসে গেছে , হাতঘড়ি গেছে থেমে ,

সময় উধাও ---- আবহমানকাল ধরে ।

আলমারি

আলমারিতে বহু পুরাতন জিনিসপত্র ,

এছাড়া স্যামন্ , কিং ফিশ আর হেরিং মাছের

কাবাব বোঝাই ।

আলমারির মালিক আমিই ,

কিন্তু এদের কেউ আমার অনুমতি নিয়ে

না বাড়ে না কমে ---ওদের ইচ্ছে হলে তবেই ওরা মারা যায় , জিনিসপত্রে লাগে জং !

আমার কাজ শুধু ওদের আলমারিতে ঢোকানো

আর বার করা । তবুও মালিকানা ছাড়তে আমি নারাজ । অবাধ্য ওরা নয় , এটাই এখানকার রীতিনীতি ।

কেন যে আলমারিটা আমি আমার বলি , আজও পাইনি

খুঁজে তার কোনো সঠিক যুক্তি ।

আসলে আলমারিটা আমার হতেই পারেনা

এটা বলতে হয়ত অহং মানে ইগোতে চোট লাগে ।

তাই এই কাঠবাক্সের ভেতরে- বিন্দু বিসর্গও

আমার অধীনে নেই সেটা জেনেও আমি একরোখা ।

একদিন সইসাবুদ করে ওকে সত্যি সত্যি বেচে দিই।

অ্যাট লিস্ট এখন আমি আলমারি মুক্ত মানুষ এটা জোর গলায় বলতে পারি আর এটা ফ্যাক্ট-ও ।

আমি এখন ফ্রি ম্যান বা ওম্যান অথবা হাফ ম্যান যা ইচ্ছে ।

ঘন্টা ও বাক্স

বাক্সের মধ্যে ঘন্টা বাজালো রূপসী নাচনী ।

মোহিনী অট্টমের ছন্দে দোলে কেরালার নারিকেল সারি,
সমুদ্রনীল ঢেউ আর

রং বেরং এর সামুদ্রিক নুড়ি পাথর ।

এত বৈভব আর অলঙ্কারের মধ্যে বসে

বুড়ি স্বাতীলেখা --আগে নর্তকী ছিলো এখন ভিখারিনী ।

রাস্তার ধারে ডিস্কো নাচে ,

মোহিনী অট্টমের মুদ্রাগুলি আয়ত্তে বলে

সুবিধেই হয় । মেক আপে ঢাকে চোখের কোলে

গভীর কালি আর দুখী দুখী ছবি ।

বাক্সটা একটি ফাংশান হল---

ঘন্টা রোজই বাজে শো শুরুর আগে ।

নাচে গ্রেসফুল ক্ল্যাসিকাল নাচ , অজস্র রূপসী মেয়েরা ।
অন্ধকার সিটে বসে বৃদ্ধার দল,

ওরাও একসময় স্টেজে আলোর রোশানই,

রং জোছনা বৃষ্টি ছড়াতো ।

ওদের নাম করে ফান্ড, তাতে যাবে টিকিটের

সমস্ত মুদ্রাস্ফীতি মনে করেই আসা

আজ ফাল্গুন পূর্ণিমায়।

শো প্রায়ই হয় , এইরকম দানের, ফান্ডের ।

আঁধারে যারা বসে আছে তারাও থাকে

ভিখারিনীর বেশে ।

তবুও যুগ যুগান্ত ধরে চলে রূপসী নাচনীদের ,

শাস্ত্রীয় , অভিজাত মোহিনী অট্টম শো,

বাক্সবন্দী হয়ে , ঘন্টার ঢং ঢং জাদুমন্ত্র ধরে ।

ঝড়

সেদিনই ঝড় উঠেছিলো শান্ত বনভূমে ,

যেদিন বিহারের দেহাতি মেয়েটি ,

মেটে সিঁদুর লাগিয়ে , একটি সাইকেল চড়ে

পাড়ি দিলো সুদূর উত্তর পুর্ব ভারতের তিব্বতী রেস্তোরাঁয় ।

তিব্বতী ছেলেটিকে ভালোবেসেছিলো বলে

মনে মনে বিয়েও করে । তাই মেটে রং এর সিঁদুর !

ছেলেটি থাকতো অনেক দূরে , শিলং এর এক

তিব্বতী রেস্তোরাঁয় । ওখানে কাজ করে

কেজো ছেলে । অর্কিড করে কেনা বেচা ।

শিলং শহরে যদি কোনো দেহাতি মেয়ে আসতে পারে,

বিহারের শিমূল ফুল মাথায় গুঁজে

মাদল বাজিয়ে, সাইকেলে চড়ে

তাহলেই ওঠে ঝড় । সুনামি নয় এই ঝড়ের কারণ মিহিন ভালোবাসা । ভালো খাবারের সাথে সাথে ভালো একটি বাসার প্রয়োজন ।

শিলং এর তিব্বতী রেস্তোরাঁয় যা পাওয়া যায় ---

উদ্বাস্তু ছেলে পেম লামার সান্নিধ্যে , উষ্ণ নিবিড় বাসা ।

সিলভার ক্রস

সিলভার ক্রসের কয়েকটি মেয়ে

নিয়ে এলো খাবার , অসুস্থ রম্যাণির জন্য ।

দুই একজন তাদের মধ্যে অর্ধমানবী ,

কারো হয়ত নিউরোলজিক্যাল অসুখ

চেতনা ঝরায় না হীরক সুখ ।

শুধু ঝরে কান্না, বাবা মায়ের গহীন মনে ।

মেয়েগুলি কাজ করছে বটে , কাজগুলি বার বার করছে । একই টেবিল বার বার মুছছে । একই কাপ বার বার ধুচ্ছে । দেখা গেলো রম্যাণির পড়শী মিসেস টিগাল , সুস্থ এক মানবী ;

এইসব নিউরোলজিক্যাল অসহায় মেয়েদের দিয়ে নিজ নিকেতনের মালপত্র বহন করাচ্ছে ।

হিসেব নিকেষ চুকে গেলে রম্যাণি দিলো

একটি বিশাল কালো ফুল , মেয়েদের ।

-কালো ফুল কেন দিলে ?

জানতে চাওয়ায় বলে : ফুল তো দিয়েছি !

ওদের আবার রঙীন আর কালো ,

পাপে ঢাকা যতসব ঘৃণ্য জীবন !

কালচার্ড রমণী , রমনীয় রম্যাণি ভুলে গেছে এই দারুণ
অসুস্থ ক্ষণে- ঘৃণ্য ঐ মেয়েগুলিই ওকে পুষ্টি সরবরাহ করে ,

রঙীন ভাস্কর্য গ্রন্থে বাঁচিয়ে রেখেছে ।

অন্ধ হাঁস

জঙ্গলে ঝর্ণার ধারে হংস মিথুন

শিকারে আগ্রহী এক নবযুগের রাজকুমারী ।

একটি হাঁস মেরে তার চামড়া খুলে

রোস্ট করে খেতে গিয়ে লক্ষ্য করে

যে হাঁসটি বেচারা অন্ধ ছিলো ।

সবাই হাততালি দিয়ে বলে ওঠে

--কৃতিত্ব তোমার নয় এই শিকারের

ব্লাইন্ড ডাক বলে ও দেখতে পায়নি তোমার

তীরের ফলা । শিকারী হিসেবে তোমার তেমন

নাম ডাক হলনা , অন্ধ এক ডাকের কারণে ।

রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে

অত্যাধুনিক এই রাজনন্দিনী তার ব্রান্ড নিউ গাড়ি

চালিয়ে দিলো এক জ্যান্ত ফুটপাথ বাসিনীর

নিঁখুত করোটিতে , অসীম কোষ পারাবারে ।

চুরমার ছন্দ । মৃতা মেয়েটির চূর্ণ-বিচূর্ণ

শরীর হাতে কাঁদছে স্বজন প্রিয়জন ।

রাজকুমারী স্পষ্ট শুনেছে যে মেয়েটি অন্ধ ছিলো না ।

লক্ষ্য তার হয়নি ভ্রষ্ট । নগদ কিছু কড়ি দিয়ে কিনে নিলো গরীব পরিবারের মন ।

আধুনিক রাজকুমারী -দেবী Diana এখন ।

শিকারের দেবী ;

মৃগ নয়ন আর বুনো কুকুরের ছাল যার ফ্যাশান স্টেটমেন্ট ।

জানালা

মেয়েটির অনিচ্ছায় ওর বিয়ে হয়

মাত্র ১০ বছর বয়সে এক মরু গ্রামে ।

মা হল সে ১৩ বছরে ।

সন্তান পালন ও ষাট বছরের স্বামীর মনোরঞ্জন -

মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠতো ।

নিজেও তো কিশোরী তখন ! নাম ভৈরবী ।

একটি জানালা খুঁজে পেলো ।

এক বাঁশীওয়ালা, মোহনবাঁশি নিয়ে ধেয়ে যায় শুষ্ক মরুপথ দিয়ে । জানালা দিয়ে আসে বিশুদ্ধ বাতাস ,

একটি দেশের কথা জানলো, বংশ পরম্পরায়

সেখানে মেয়েরা সবাই দেহ ফেরি করে ।

মেয়েদের কোনো বয়সেই ওখানে কেউ বিয়ে দেয় না । বাড়ির ছেলেরা তাদের দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দেয় । এটাই রীতি । আবার

ফার ইস্টের এক দেশে মানুষ ওরাং উটাং কে বেশ্যার কাজে লাগায় ।

বাঁশি বাজে ভৈরবী সুরে ,

ঐ দেশটা ভালো নাকি ভৈরবীর দেশ

এই নিয়ে বংশীবদন তর্ক করে ।

ভৈরবী তর্ক করে খোলা জানালার ধারে

দখিনা বাতাসে চুল খুলে । তর্কের শুরু ও শেষ অথবা স্ফুলিঙ্গ নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই ।

বাঁশিওয়ালা ওর জানালা -একদন্ড বেঁচে থাকার ।

ও শুধু জানালাটা খুলে রাখতে চায় , চিরতরে ।

মোহনবাঁশি ওকে একটি পাখি দিয়েছে,

সেও নিজ সুরে গান করে ।

অনেক দেশ দেশান্তরের গল্পকথা শোনায় ।

ভৈরবী একমনে শোনে । অংশগ্রহণ করেনা । কারণ ওর কিছু যায় আসেনা এসবে । ও শুধু জানালা দিয়ে আসা বাতাসে ভেসে চলে , মনগহ্বরে । আর কোনো কিছুতেই যেন ওর কোনো অধিকার নেই ।

অন্তরাগ

অন্তরাগের শিখায় দেখা এক সরল মিজো মেয়ে

মেখলা কিংবা ঘাসের পোষাক পরা ।

দুইহাতে ধরা নাগা-কুকির মুন্ডু !

চরণে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ।

মিজো মেয়ে অন্তরাগের হোমশিখায় বুনো মোষের

সঙ্গে করে লড়াই । ওর মা ওকে ফেলে গেছে শহরে --- মিস ইউনিভার্স হবার লোভে ।

শিশুটির কেউ নেই আর ওর বাবাও ওকে নিতে চায়না ।

ওর পিতৃত্বও স্বীকার করেনা । বলে : ওর মা ইজ্জৎ বেচে ওকে পেয়েছে ।

অন্তরাগের আলোয় মিজো মেয়েটি সমবেদনা

কুড়ায় - মানুষের, অমানুষের ।

অনেকে বলে : শিশুর জন্ম পবিত্র তার সাথে ইজ্জৎ এর কী বা আসে যায় ?

এরা ইন্টেলেকচুয়াল ।

মেয়েটি এখন সহযোগিতা পেয়ে এন জি ও খুলেছে এসব নিয়ে । আদিমতা ও আদিরূপ বিষয় এই দুই ।

তারপর এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় , পাহাড় থেকে নেমে আসে আলো । মেয়েটির হাতে একটি রুদ্রাক্ষ করে সমর্পণ

আলো ফিরে যায় নিজ স্নিগ্ধ কোটরে ।

শুধু বাণী আসে ভেসে ভেসে : তোমার মতন যেসব মেয়েদের পণ্য করা যায়না ; তাদের মধ্যে আলোর স্ফুলিঙ্গ জ্বালানো কাজ আমার ।

তোমরাই রেখেছো বাঁচিয়ে সভ্যতা ,

অসভ্যতার নির্মম আঁচড় থেকে ।

স্কেচ

একটি ট্রাইবাল মানুষের স্কেচ করতে গিয়ে

বার বার হোঁচট খেলাম ।

যতবারই ছবিটি আঁকি ক্রিটিক বলে, এতে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে ।

ছবিটি ছুঁড়ে ফেলার পরে কয়েকবার

আমি একটু সেল্ফ ক্রিটিক হই ।

দেখলাম অনেকেই একই কথা বলছে ।

কেমন পুতুল পুতুল এই সীসার মানুষ ।

একটু গভীরভাবে দেখে বুঝলাম যে নাক মুখ চোখ

পুরাতত্ত্বের মতন হলেও গঠনে নেই কোনো সরলতা ।

বরং চোখে বিজুরী , লোভ

দেহে ক্ষিপ্রতার বদলে মেদবাহুল্য ,

কুচকাওয়াজ না করার ফল হয়ত !

আসলে চিত্রে মানুষ আছে , আছে ট্রাইবাল হয়েই ,

শুধু সারল্য চরিত্র বুঝি গেছে হারিয়ে ।

স্কেচটা কিন্তু অনেক দামে বিক্রি হয়েছিলো - জানো !

সবুজ মেঘ

অর্গানিক চাষের ক্ষেতে এক মিলিলিটার ভোরের শিশির - চা পান করতে করতে আলাপ সবুজ মেঘের সাথে ; আদি নিবাস ইউরোপের এক ক্যাসেল দেশ ।

রাজাগজার ওঠাবসা আজও সমাজে ওখানে ;

মেঘ রূপী মেয়েটি এখন লাক্ষ্মৌ শহরের অনতিদূরে

সুহেলি ঘাঘরা নদীর কিনারায় চা গাছের

চাষ করে । অর্গানিক চা চাষ । গ্রিন টি । উপকারী ।

নষ্ট ভ্রষ্ট মানুষের উপকারে নিবেদিত জীবন

মেয়ের । নাম মেঘ ডোনোভান । মেঘই আসল নাম ।

ওর স্বামী এক ভারতীয় কাঠুরে । দুজনে মিলে অর্গানিক চা - গাছ উৎপাদনে ব্রতী । সমাজ ওদের সন্তান । দেশ ওদের মা ।

কাঠুরে -ফরাসী , জার্মানে মাতৃভাষার মতনই স্বচ্ছন্দ । মেঘ মেয়ে সাবলীল মারাঠি , পালি ও কোঙ্কনিতে ।

ওদের একটাই ড্রেস । নাম চামড়া ।

ভূষণ হল কর্ম আর যত্তসব নষ্ট ভ্রষ্ট মানুষের

জন্য নিবেদিত চা গাছ ,

সোনার ফসল ফলিয়ে সুহেলি ঘাঘরা চরায়

আছে দুজনে মিলেমিশে ভালো ।

মেঘ আজকাল নিজেকে সাঁচী বলে পরিচয় দেয় বলে

কাঠুরে নাম নিয়েছে সারনাথ । ছদ্মনাম হলেও দুটি

সুন্দর । কী বলো -মেলোড্রামার বন্ধুরা ?

নারায়ণী নদী

নারায়নী নদীতে করতে গিয়ে স্নান

এখানে বাস করেন এক টিপু স্যার-- শুনলাম ।

যার কাজ হল- ছাত্র ছিপে ধরা

আর ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা করা ।

দেখা হলে বুঝলাম টিপু স্যার মোটেই সেরকম নন

আর উনি অন্যধরণের মানুষ ।

স্কুল -কলেজের পড়ায় ওর তেমন নেই আগ্রহ ;

উনি স্বপ্ন নিয়ে পড়ান । নাহ্! কোনো সাইকোলজিস্ট নন । উনি শেখান স্বপ্ন সিঁড়ি তৈরীর কলাকৌশল ।

আজকাল ছাত্ররা স্বপ্ন দেখতে গেছে ভুলে

বলেই হয়ত উনি তাদের মনে ড্রিম-স্টেয়ার নির্মাণ করেন ।

স্বপ্ন বিলি করা কাজ বলে শ্রদ্ধেয় না অশ্রদ্ধেয় কোন দলে পড়েন টিপু স্যার জানা নেই ।

ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক জীবন্ত চরিত্র

এই টিপুবাবু সস্তার দোকানে ডিমভাজা খেতে খেতে বলেন : আমি স্বপ্ন ফেরি করিনা , স্বপ্ন দেখতে হেল্প করি । ফল কী হবে জানতে হলে আজ থেকে উনপঞ্চাশ বছর , পাঁচদিন, চার মিনিট পর এক গোধূলিতে-- রেশমের রুমাল মাথায় বেঁধে , মনকে নগ্ন করে ; এই নারায়ণী নদীর চরায় এসো ।

গভীর জলের স্পর্শ পেতে

ঠিক এখানেই আবার এসো ।

The end